



9211 - জুমার দিনে ফযীলতসমূহ

প্রশ্ন

সপ্তাহের অন্যান্য দিনে তুলনায় জুমার দিনে বিশেষত্ব কোন দিক থেকে? আর সটো কেন?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

জুমার দিনে বেশ কিছু বিশেষিট্য ও ফযীলত রয়েছে, যগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ এই দিনটিকে অন্য সকল দিনের উপর শ্রেষ্টত্ব প্রদান করছেন। এই দিনে বিশেষিট্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো: এ দিনে রয়েছে জুমার নামায, যা সর্বোত্তম নামায। জুমার দিনি জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায় একজন মুসলমিরে জন্য গটো সপ্তাহে পড়া শ্রেষ্ট নামায। যে ব্যক্তি জুমার দিনি অথবা রাতের মারা যায় আল্লাহ তাকে কবরের ফতিনা থেকে রক্ষা করেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

جدول المحتويات

- জুমার দিনে ফযীলত সম্পর্কে কিছু হাদীস
- জুমার দিনে কিছু ফযীলত

জুমার দিনে ফযীলত সম্পর্কে কিছু হাদীস

জুমার দিনে বেশ কিছু ফযীলত রয়েছে যগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ এই দিনটিকে অন্য দিনগুলোর উপর শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা ও হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: আল্লাহ তাআলা জুমার দিনি সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ভ্রষ্টতায় রেখেছিলেন। তথা তা ইহুদীদের জন্য ছিল শনিবার এবং খ্রিস্টানদের জন্য ছিল রববার। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন এবং আমাদেরকে জুমার দিনে দশা দলিলে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য জুমার দিনি শুক্রবার, ইহুদীদের জন্য শনিবার এবং নাসারাদের জন্য রববার নির্ধারণ করছেন। অনুরূপভাবে তারা কয়ামতের দিনেও আমাদের অনুগামী হব। আমরা দুনিয়ার সর্বশেষে অধিবাসী, কিন্তু কয়ামতের দিনি আমরাই সর্বপ্রথম, অন্য সৃষ্টিদের আগে

যাদরে বচার ফয়সালা হবো।[হাদীসটি মুসলমি (৮৫৬) বর্ণনা করেন]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“কাযী বলেন: ‘অগ্রগণ্য হলো: তাদরে জন্য জুমার দনিকে সম্মান করা ফরয করা হয়ছিলি। তবে জুমার দনি সুনরিদষ্টি করে দেওয়া হয়নি, তাদরে ইজতহিদরে উপর ছড়ে দেওয়া হয়ছিলি; যাতে করে সেই দনি তারা তাদরে ধর্মীয় অনুশাসনগুলো পালন করতে পারে। কিন্তু, দনিটি নির্ধারণে তাদরে ইজতহিদ এক হয়নি এবং আল্লাহ তাদরেকে এর সন্ধানও প্রদান দেননি। পক্ষান্তরে এই উম্মাতরে জন্য আল্লাহ ফরয করার পাশাপাশি দনিটিকে চহিণতি করে দেন। তিনি এই উম্মাতরে ইজতহিদরে উপর বিষয়টি ছড়ে দেননি। ফলে তারা তাঁর দেওয়া ফযীলত অর্জন করতে পরেছে।

কাযী আরো বলেন: বর্ণতি আছে যে মুসা আলাইহিস সালাম তাদরেকে জুমার দনি (ইবাদত করার) নরিদশে দিয়েছিলেন এবং তাদরেকে এই দনিরে ফযীলত জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তার সাথে তর্ক করে দাবি করে যে, শনিবার সর্বোত্তম। তখন তাঁকে বলা হয়: আপনি তাদরেকে ছড়ে দনি।

কাযী বলেন: যদি এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য থাকত তাহলে তাদরে মতভেদে করা সঠিক হত না। বরং বলা হত: তারা এর লঙ্ঘন করেছে। আমি বলব: এমন হতে পারে যে, তাদরেকে স্পষ্ট নরিদশে প্রদান করা হয়েছিল এবং দনিও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা মতভেদে করেছিল যে এই নরিদষ্টি দনিই কানিবার্য; নাকি এর বদলে অন্য দনি করে অধিকার তাদরে আছে? তারা বদল করেছিল এবং এ বদল করার মাধ্যমে ভুল করেছিল।’[সমাপ্ত]

তাদরে কাছে সুনরিদষ্টিভাবে জুমার দনি উল্লেখ করার পরও তারা এর বরিদ্বাচারণ করার মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নাই।

হাফযে ইবনে হাজার বলেন: এমনটি কেনে হবো না অথচ তারাই বলছিলি: “আমরা শুনলাম এবং অবাধ্য হলাম!!”[সমাপ্ত]

আউস ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে:, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের দনিসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হল জুমার দনি। এই দনি আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এ দনিই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো। এ দনি শঙ্কায় ফুঁ দেয়া হবো, এ দনিই বকিট শব্দ করা হবো। কাজেই এই দনিটিতে তোমরা আমার উপর বশে বশে দুরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পশে করা হয়।” সাহাবীরা বলল: ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাদের দুরূদ আপনার কাছে কভাবে পশে করা হবো? অথচ আপনি পাঁচ গলে গছেন?’ তিনি বললেন: “মহান আল্লাহ মাটির উপর নবীদরে দহে গ্রাস করাকে হারাম করে দিয়েছেন।”[হাদীসটি আবু দাউদ (১০৪৭) বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের ব্যাখ্যায় (৪/২৭৩) ইবনুল কাইয়যমি এটিকে সহীহ বলছেন। শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে (৯২৫) এটিকে সহীহ বলছেন]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন:

“সর্বোত্তম যে দনিরে উপর সূর্যোদয় হয়েছে সেটি হলো জুমার দনি। এ দনি আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করা



হয়ছে, এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবশে করানো হয়ছে এবং এ দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বরে করে দ্যো হয়ছে।”[হাদীসটি মুসলিমি (১৪১০) বর্ণনা করেন]

জুমার দিনকে মর্যাদা দ্যোর কিছু কারণ এ হাদীসে উদ্ধৃত হয়ছে।

নববী রাহমাহুল্লাহ বলেন:

‘কাযী ইয়ায বলেন: অগ্রগণ্য অভিমত হলো উল্লখিত এই ফযীলতসমূহ জুমার দিনে ফযীলত উল্লখে করার জন্য নয়। কারণ আদমকে জান্নাত থেকে বরে করে দ্যো, কয়ামত সংঘটিত হওয়া কোনো ফযীলত নয়। বরং এই দিনে যে সমস্ত বড় বড় ঘটনা ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে সেগুলোর বিবরণ দ্যো; যাতে করে বান্দা এই দিনে নকে আমলের দ্বারা আল্লাহর রহমত অর্জন এবং ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রস্তুত নিয়ে। কাযী এমনটাই বলেন। আবু বকর ইবনুল আরাবী তার ‘আল-আহওয়াযী ফি শারহতি তরিমযী’ বইয়ে বলেন: এগুলো সবই জুমার দিনে ফযীলতের অন্তর্ভুক্ত। আদম আলাইহিস সালামের জান্নাত থেকে বরে হওয়াই তার বিশাল বংশধর, নবী-রাসূল, নকেকার এবং ওলীদরে অস্তিত্বের কারণ। তাকে জান্নাত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। বরং দুনিয়াতে কিছু প্রয়োজন পূরণের জন্য পাঠানো হয়ছে, তারপর তিনি আবার সেখানে ফিরে যাবেন। আর এই দিনে কয়ামতের সংঘটিত হওয়া নবী-রাসূল, সদ্দীকীন, আউলিয়া ও অন্যান্যদের প্রতিদিন দ্রুত প্রদান করা এবং তাদের মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ করার কারণ। এই হাদীসে অন্যান্য দিনের উপর জুমার দিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরা হয়ছে।’[সমাপ্ত]

আবু লুবায ইবনে আব্দুল মুনযরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “জুমার দিন হলো সপ্তাহের দিনসমূহের নতো এবং আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত। এ দিনটি আল্লাহর নকিত কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফতিরের দিনের চেয়ে অধিক সম্মানিত। এ দিনের পাঁচটি বিশেষিত্ব রয়েছে: এ দিন আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করছেন, এ দিনই আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে পাঠান এবং এ দিনই আল্লাহ তাঁর মৃত্যু দান করেন। এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন বান্দা তখন আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করেন তিনি তাকে সটে করেন। যদি না সে হারাম জনিসিরে প্রার্থনা করে। আর এ দিনই কয়ামত সংঘটিত হবে। নকৈট্যপ্রাপ্ত ফরেশেতাগণ, আসমান-যমীন, বায়ু, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সবই জুমার দিন শঙ্কতি হয়।”[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (১০৮৪) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে গ্রন্থে (হাদীস নং: ২২৭৯) এটিকে হাসান বলেন]

সন্দি রাহমাহুল্লাহ বলেন: “তারা ‘জুমার দিনে শঙ্কতি হয়’ কয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে। এ হাদিসে এ দলিল রয়েছে যে, সৃষ্টিকুল দিনগুলো নরিদষ্টি করে জানে এবং তারা জানে যে কয়ামত জুমার দিনে হবে।”



জুমার দিনেরে কিছু ফযীলত

জুমার দিনেরে কিছু ফযীলত নমিনরূপ:

১. এ দিনে রয়েছে জুমার নামায, যা সর্বোত্তম নামায।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“হে ঈমানদারগণ! যখন শুক্রবার নামাযের জন্য ডাক (আযান) দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণপানে ছুটে আসবে এবং কনোবচো বন্ধ করে দিবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।” [সূরা জুমআ: ৯]

ইমাম মুসলিম (২৩৩) সংকলন করছেন যে, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে অন্য জুমা এগুলোর মধ্যকার (ছোট) গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয় যদি না ব্যক্তি বড় গুনাহতে লিপ্ত হয়।”

২. জুমার দিন ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় একজন ব্যক্তির সপ্তাহেরে সর্বশ্রেষ্ট নামায।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম নামায হলো জামাতের সাথে জুমার দিনেরে ফজরের নামায।” [হাদীসটি বাইহাকী শূয়াবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে গ্রন্থে (১১১৯) এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

জুমার দিন ফজর নামাযের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই নামাযে মুসল্লীর জন্য প্রথম রাকাতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইনসান পড়া সুন্নাহ। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন ফজরের প্রথম রাকাতে সূরা ‘আলফি লাম মীম’ (সাজদাহ) পড়তেন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ‘হাল আতা’ (ইনসান) পড়তেন। [হাদীসটি বুখারী (৮৫১) ও মুসলিম (৮৮০)]

হাফযে ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘বলা হয়: এই দুই সূরা পাঠের মাঝে নহিতি প্রজ্জ্ঞা হলো: এই দুই সূরায় আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি এবং কয়ামতের দিনেরে যে ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করা। কনেনা আদমের সৃষ্টি এ দিনেই হয়েছে ও কয়ামতের ঘটনাবলি এই দিনেই ঘটবে।’ [সমাপ্ত]

৩. যে ব্যক্তি জুমার দিনে অথবা রাতেরে মারা যাবে, আল্লাহ তাকে কবরেরে ফতিনা থেকে রক্ষা করবেন।



আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “জুমার দিনে অথবা জুমার রাত্রে কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলে আল্লাহ তাকে কবররে শাস্ত থেকে রক্ষা করেন।” [হাদীসটি তিরমিযী (১০৭৪) বর্ণনা করেন, শাইখ আলবানী ‘আহকামুল জানাইয’ বইয়ে (পৃ. ৪৯, ৫০) হাদীসটি সহীহ বলেছেন]

এগুলো জুমার দিনেরে কিছু ফযীলত। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে তার সন্তুষ্টি অর্জনরে তৌফিক দান করেন।

জুমার দিনেরে সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু বধিান জানতে এই উত্তরগুলো দেখা যতে পারে: (13815), (346334), (7699) ও (13692)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।